আশ্রয় ও বাসোপযোগী পরিবেশ

বিশ্ব বসতি দিবস '৯১
উপলক্ষে
স্মরণিকা

৭ অক্টোবর ১৯৯১ সোমবার

গণপূর্ত অধিদপ্তর

পূর্ত ভবন, ঢাকা

The design of a structure is influenced
by what the owner wants,
by what the engineer wants,
by what the architect wants,
by what is good practice,
by what is known
to be satisfactory construction,
by what is most suitable
for foundation conditions,
by what will minimize
operating and maintenance costs,
and by what is economical construction
in a particular region.

-Dunham.

ব্যবহৃত নক্সাসমূহ স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং লেখ–চিত্রসমূহ পি ডব্লিউ ডি কম্পিউটার সেন্টারের সৌজন্যে

মুদ্রণে
জাহান প্রিন্টিং এন্ড কালার প্রসেস লিঃ
২১ মতিঝিল বা/এ
ঢাকা–১০০০
ফোনঃ২৩১৯২৪,২৩২১৯২

বাণী

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে আশ্রয় তথা বাসস্থান অন্যতম। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যক্তিগত এবং জাতীয় উভয় পর্যায়েই প্রয়োজনীয় বাসস্থানের সংস্থান আমাদের দেশে এ পর্যন্ত হয়ে উঠেনি। তবুও প্রচেষ্টা থেমে নেই। সেই লক্ষ্যে প্রতি বছরের মত এবারও বিশ্ব ব্যাপি পালিত হচ্ছে বিশ্ব বসতি দিবস'৯১।

এবারের এই বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে 'হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট' এর কর্মসূচীতে পি ডব্লিউ ডি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করছে। এই কর্মসূচীর মধ্যে একটি প্রদর্শনী ষ্টল ও স্মরণিকা প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের বিশ্ব বসতি দিবসের মূল শ্লোগান হলো– 'আশ্রয় ও বাসোপযোগী পরিবেশ'। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্যে এই শ্লোগান তাৎপর্যবহ এবং সময়পযোগী। আমি তাই বিশ্ব বসতি দিবস '৯১ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি, সেই সাথে এই আয়োজনের সাথে যারা জড়িত তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শেখ হাসমত আলী
প্রধান প্রকৌশলী,
গণপূর্ত অধিদপ্তর,
পূর্ত ভবন, ঢাকা।

পি ডব্লিউ ডি ঃ প্রসঙ্গ কথা

বৃটিশ ভারতে ১৮৪৯ সালে পি ডব্লিউ ডি'র প্রতিষ্ঠা। বৃটিশরা প্রশাসন প্রতিষ্ঠা, কর আদায় এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় কিছু সরকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অফিস-আদালত, বাসস্থান-বাংলো, রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, সেচ-বন্যা নিরোধ, সেনা-পূর্ত ইত্যাদি পূর্ত কাজের জন্যে গড়ে তোলে -পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, সংক্ষেপে পি ডব্লিউ ডি। উপমহাদেশের ব্যাপক পরিমন্ডলে জন্ম লগ্ন থেকেই নির্মাণের জটিল কর্ম সফলতার সাথে সম্পন্ন করে পিডব্লিউডি স্বীকৃত হয়েছে একটি ঐতিহ্যবাহী প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান হিসেবে।

ইংরেজরা পাঞ্জাব অধিকার করার পর ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাবের জন্যে উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠা করে পি ডব্লিউ ডি। প্রথমেই এই বিভাগের ওপর ঐতিহাসিক গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উন্নয়ন সহ ১০০ টি ব্রীজ নির্মাণ ও আপার (Upper) দো-আব ক্যানেলের নির্মাণ কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়। পাঞ্জাবে ডিপার্টমেন্টের সাফল্যই উপমহাদেশে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে, যার ফলশ্রুতিতে ১৮৫৪ সালে তদানিন্তন বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি করা হয়। প্রতিটি অঞ্চলে একজন করে প্রধান প্রকৌশলী এই ডিপার্টমেন্টের নেতৃত্ব প্রদান করেন। গোড়াতে ইমারত, রেল, সড়ক, সেচ-বন্যা নিরোধ, সেনা-পূর্ত সহ সকল পূর্ত কাজ পি ডব্লিউ পি'র ওপর ন্যস্ত ছিল। ১৮৬৩-৬৪ সালে কাজের সুবিধার্থে পি ডব্লিউ ডি'কে পূর্ত ও সেচ, সেনা-পূর্ত এবং রেলওয়ে এই তিনটি শাখায় বিভক্ত করা হয় যা পরবর্তীতে তিনটি পৃথক সাংগঠনিক কাঠামোতে রূপান্তরিত করা হয়।

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান প্রশাসনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ত কাজের দায়িত্ব পালন করে সেন্ট্রাল পি ডব্লিউ ডি, অপর দিকে প্রাদেশিক সরকারের পূর্ত কাজের দায়িত্ব সামগ্রীকভাবে ন্যস্ত হয় সি এন্ড বি পরিদপ্তরের ওপরে। অবশেষে ১৯৭৭ সালে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সময় এবং যুগের চাহিদার কারণে সেন্ট্রাল পি ডব্লিউ ডি এবং ইমারত পরিদপ্তর একিভূত হয়ে সরকারী পূর্ত কাজের জন্যে পি ডব্লিউ ডি নামে নবরূপে সংগঠিত করা হয়। পাশা পাশি স্থাপত্য নক্সা প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত স্থাপত্য পরিদপ্তরকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়।

ইতোমধ্যে অফিস-আদালত, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা আশ্রয়ের সংস্থানে পি ডব্লিউ ডি জাতীয় ভাবে ব্যাপক অবদান রেখেছে। সরকারী কর্মসূচীর আওতায় সীমাবদ্ধ সম্পদের মধ্যে থেকেও পি ডব্লিউ ডি উপ-জেলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্যে প্রায় পঁচিশ হাজার বাসস্থান নির্মাণ করেছে। পাশাপাশি উপকূলীয় ঘূর্ণী উপদ্রুত অঞ্চলে নির্মাণ করেছে ২৩৮টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং ২৬০টি নিউ ক্লিয়াস হাউস।

একজন প্রধান প্রকৌশলী, ৮ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ৩২ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ১২৫ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ২৫৫জন উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, ১৬৮ জন সহকারী প্রকৌশলী সহ প্রায় ২৫ হাজার দক্ষ কারিগরী এবং অকারিগরী কর্মী বাহিনী সারা দেশে একটি সুশৃংখল সাংগঠনিক নেট ওয়ার্কের আওতায় পি ডব্লিউ ডি'তে নিয়োজিত রয়েছে। পাশাপাশি পি ডব্লিউ ডি'র নির্মাণাধীন কাজের স্থাপত্য নক্সা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করছে সরকারের স্থাপত্য অধিদপ্তর।

স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইতোমধ্যে পি ডব্লিউ ডি নির্মাণ করেছে অসংখ্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভবন এবং স্মৃতি সৌধ -যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, জাতীয় সংসদ ভবন সহ শেরে বাংলা নগর কমপ্লেক্স, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, সাভারে জাতীয় স্মৃতি সৌধ, মুজিব নগরের স্মৃতি সৌধ, ওসমানী মেমোরিয়াল হল, আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, জেলা ও উপজেলা সদর, পি জি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, সদর হাসপাতাল, পুলিশ লাইন, সেনা নিবাস, সীমান্ত ফাঁড়ি ইত্যাদি।

অতীত এবং বর্তমানের বিশ্লেষণে পি ডব্লিউ ডি সরকারী সকল নির্মাণ কাজের জন্যে একমাত্র নির্মাণ সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত। এ প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং দেশব্যাপী বিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামো আমাদের জাতীয় চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশ উপযোগী বাসস্থানসহ যে কোন নির্মাণ কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব প্রতিপালনে সক্ষম।

বেইলী স্কোয়ারে ৪৫০ বর্গফুটের সরকারী বাসভবন

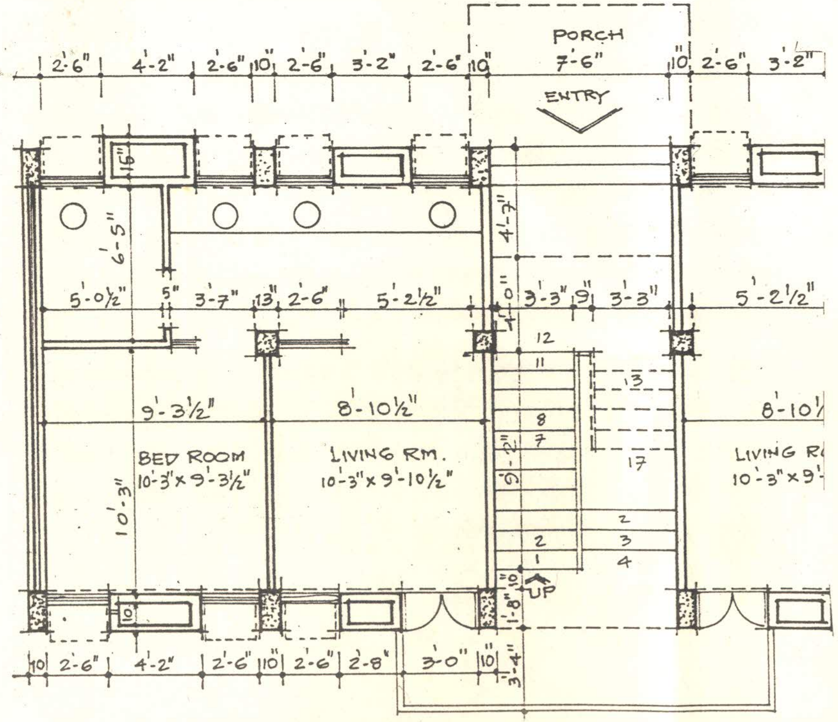

লেখ–চিত্রের মাধ্যমে চার তলার ভিত্তি বিশিষ্ট ইটের তৈরী দালানের সেনিটারী ও বিদ্যুৎ ব্যয় সহ নির্মাণ খরচের ক্রমবৃদ্ধি (১৯৫৯–১৯৯০)

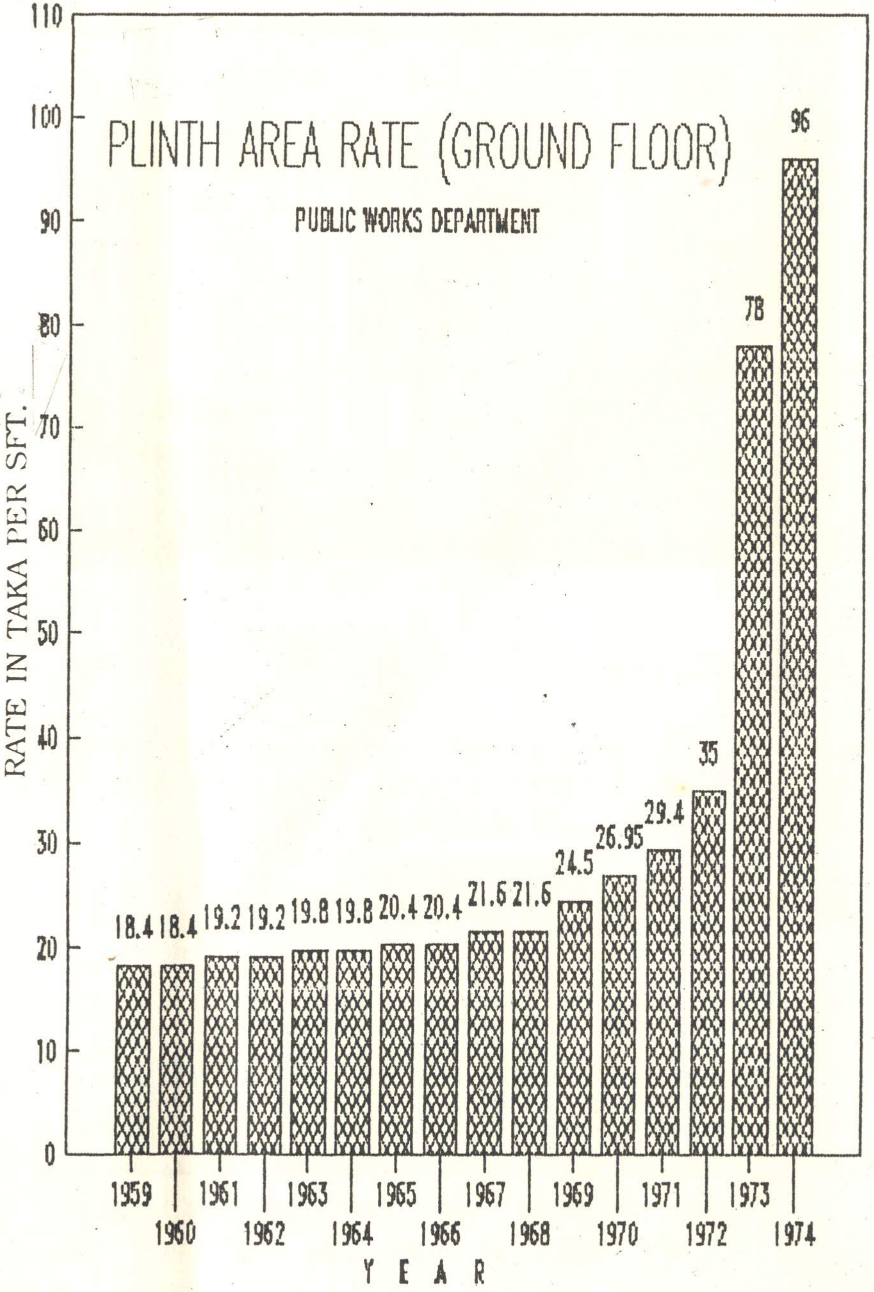

PLINTH AREA RATE (GROUND FLOOR)

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

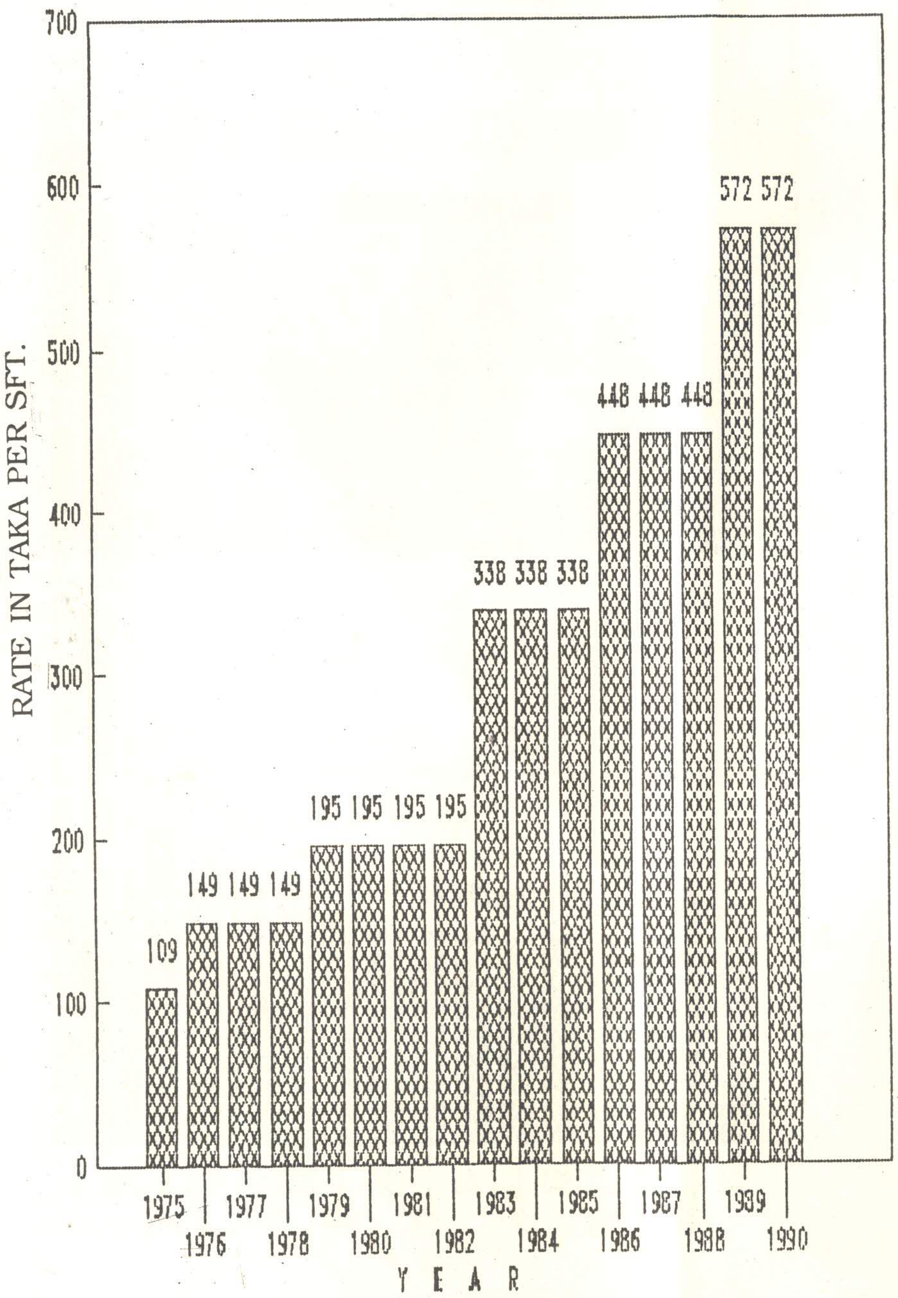

PLINTH AREA RATE (FIRST FLOOR)

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

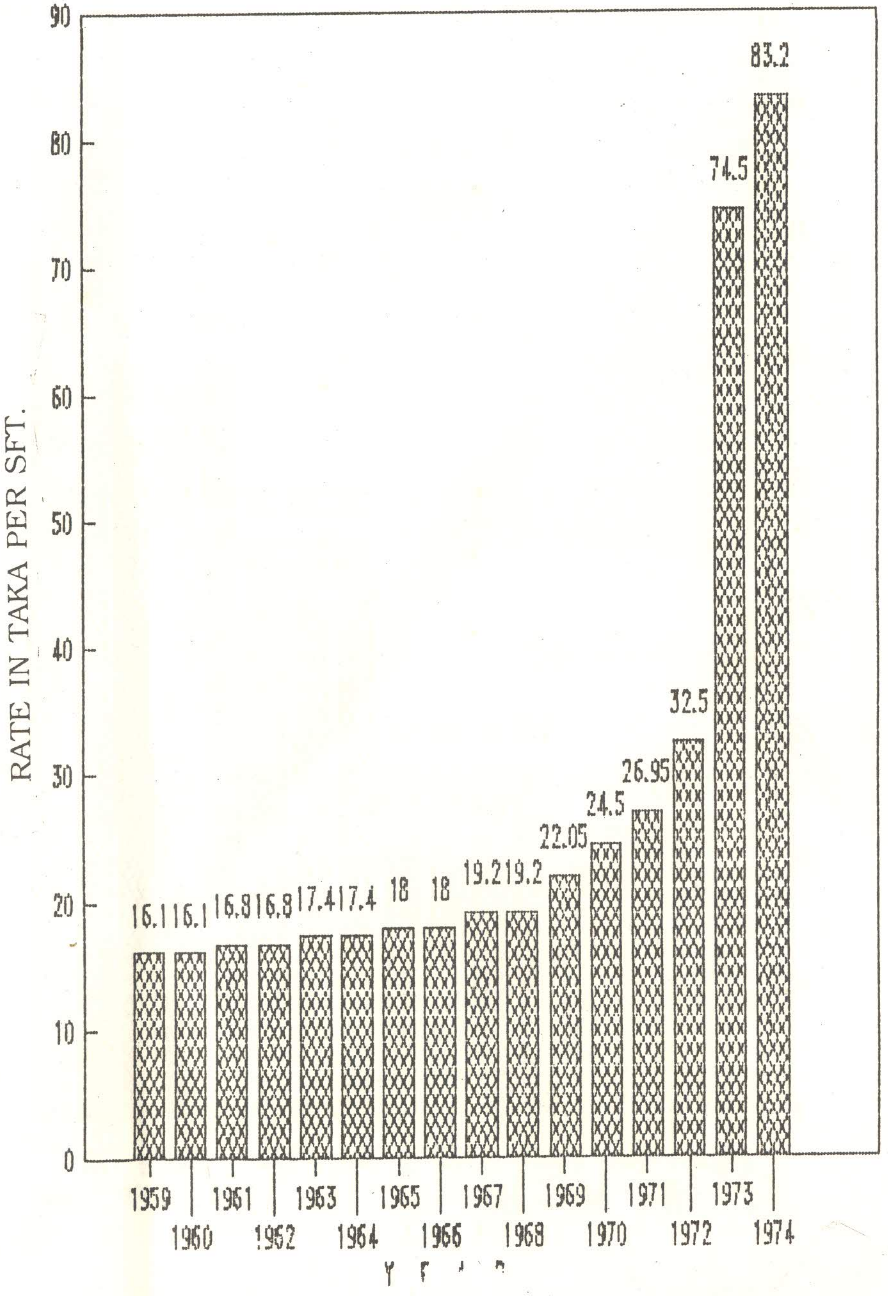

PLINTH AREA RATE (FIRST FLOOR)

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

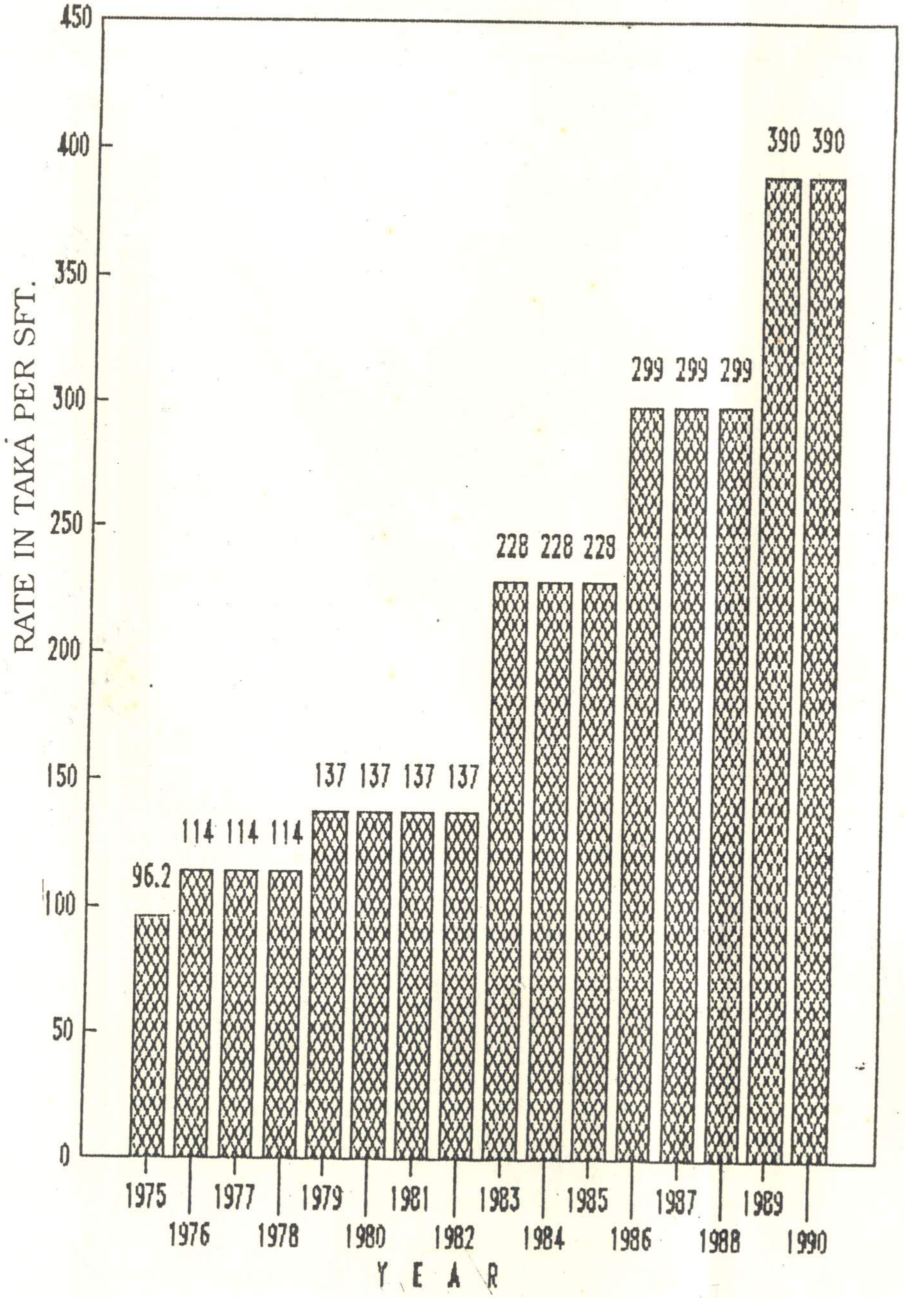

PLINTH AREA RATE (SECOND FLOOR)
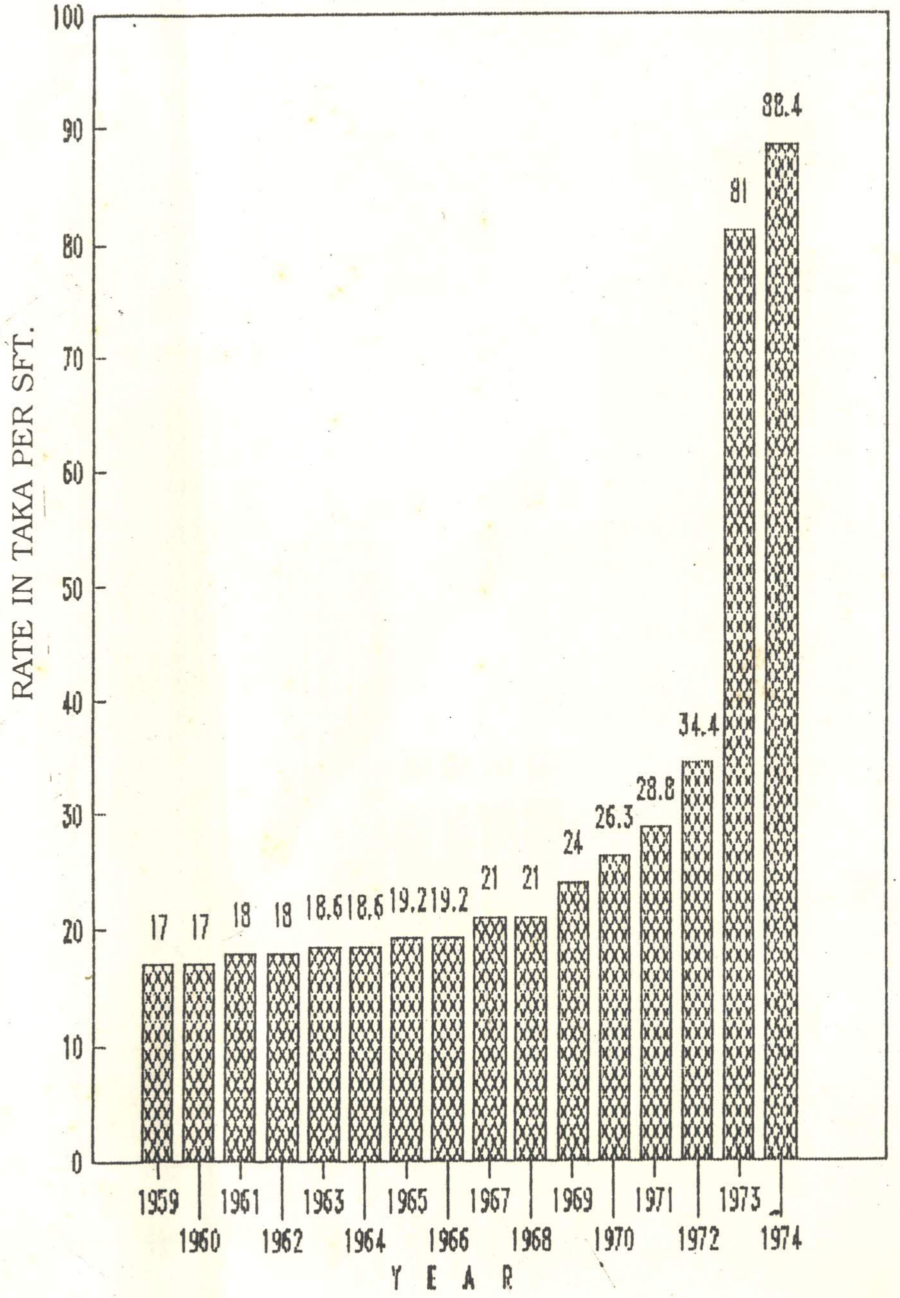
PUBLIC WORKS DEPARTMENT